আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প

একক গৃহ নির্মাণের মাধ্যমে পুনর্বাসনযোগ্য ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের জন্য গৃহনির্মাণ সংক্রান্ত তথ্য

- **রংপুর জেলার সর্বমোট "ক" শ্রেণির ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা : ৬৫৪৮টি**

  - ১ম পর্যায়ে নির্মিত গৃহের সংখ্যা : ১২৭৩টি
  - ২য় পর্যায়ে নির্মিত গৃহের সংখ্যা : ৯৯১টি
  - ৩য় পর্যায়ে নির্মিত গৃহের সংখ্যা : ১৩৯৭টি
  - ৪র্থ পর্যায়ে নির্মিত গৃহের সংখ্যা : ১৩৩৮টি
  - ৫ম পর্যায়ের ১ম ও ২য় ধাপে বরাদ্দকৃত গৃহের সংখ্যা : ১৩৮২টি
  - **৫ম পর্যায়ে ১ম ও ২য় ধাপে উদ্বোধনকৃত গৃহের সংখ্যা : ৯৬৪টি**
  - ৫ম পর্যায়ে অবশিষ্ট নির্মানাধীন গৃহ সংখ্যা : ৪১৮টি (তন্মধ্যে ৩৪০টি গৃহের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। মিঠাপুকুর উপজেলায় ৭৮টি গৃহের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে)

(গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসিত গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা = ১৬৭টি (রংপুর সদর- ৪০টি ও সদর উপজেলা পরিষদের অর্থায়ণে-০২টি এবং পীরগাছা উপজেলায়- ১২৫টি)

- আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম পর্যায়ের (১ম ও ২য় ধাপে) পুনর্বাসিত ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা: ৬১৩০টি
- ইতোমধ্যে ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষিত উপজেলার সংখ্যা: ০৭টি (তারাগঞ্জ, কাউনিয়া , বদরগঞ্জ , রংপুর সদর, মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ ও গংগাচড়া)

ব্যারাক হাউজ নির্মাণের মাধ্যমে পুনর্বাসিত পরিবারের তথ্য

- ২০২৩-২৪ বরাদ্দকৃত জরাজীর্ণ ব্যারাকের সংখ্যা -৪৯২টি যথা: তারাগঞ্জ-২৯টি, গংগাচড়া ১৪০টি, মিঠাপুকুর-১১০ টি, পীরগঞ্জ- ১১০টি ও কাউনিয়া -১০৩টি। (সকল উপজেলায় জরাজীর্ণ ব্যারাক প্রতিস্থাপনের জন্য একক গৃহের নির্মাণকাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে।)

CamScanner